শ্রীভারত লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ চিত্র

স্বয়ম্বরা

14-12-45

পর্দ্দার ওপরে—

অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিহির ভট্টাচার্য্য,

শ্যাম লাহা, তুলসী লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, অজিত চ্যাটার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, বিপিন গুপ্ত, বসন্ত মিত্র, বেচু সিংহ

চন্দ্রাদেবী, পদ্মা দেবী, পূর্ণিমা

রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, অজন্তা, সন্ধ্যা, শেফালী প্রভৃতি

পর্দ্দার আড়ালে—

কাহিনী ... ... নিজস্ব
সংলাপ ... বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সুর-শিল্পী ... ৺ হিমাংশু দত্ত
গীতিকার ... শৈলেন রায়
প্রধান ব্যবস্থাপক : বৈজনাথ লাড়িয়া
ব্যবস্থাপক ... সূর্য্য লাড়িয়া
আলোক-চিত্র-শিল্পী : বীরেন দে
শব্দযন্ত্রী ...পুরুষোত্তম গোয়েঙ্কা

রসায়নাগারিক :
জগৎ রায়চৌধুরী, পূর্ণ চ্যাটার্জ্জি
শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী
স্থির-চিত্র-শিল্পী ... দানেশ দাস
কৃষ্ণ পাইন
কারু-শিল্পী ... ঈশ্বর প্রসাদ
পট-শিল্পী ... মণিলাল
চিত্র সম্পাদক ...সুকুমার মুখার্জ্জি
সুধীন্দ্র পাল
রূপসজ্জাকর ... কালিদাস দাস
ত্রিলোচন পাল

পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারিগণ :

পরিচালনা : নির্ম্মল রায় চৌধুরী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'চৌধুরী'।
সুর-শিল্পী ... ... সত্যদেব চৌধুরী
ব্যবস্থাপক ... হেমচন্দ্র মল্লিক, গোরাচাঁদ গুপ্ত, বুলু লাড়িয়া
আলোক-চিত্র-শিল্পী ... মুরারী ঘোষ, দীব্যেন্দু ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রী ... সুনীল ঘোষ, কৃষ্ণা প্রধান, সোমেন চাটার্জ্জি
রসায়নাগারিক ... ... প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, অশোক ব্যানার্জ্জি
চিত্রসম্পাদক ... ... সুবোধ কর্ম্মকার

——::——

SATYEN DRA NATH CHATTERJEE

গৃহলক্ষ্মী

গল্পাংশ

বাংলার গৃহ-কোণে অবস্থান করে মহিমময়ী এক নারী—বাংলার কুলবধূ। সংসারের এক কোণে সকলের অলক্ষ্যে থেকে সে বিতরণ করে পরিবারের সকলকে প্রাণের মাধুর্য্য, প্রাণের প্রাচুর্য্য—তার ত্যাগে আর সেবায়। ফলে সংসার হয় শান্তির আলয়। তাই বাংলার বধূ কল্যাণী, মমতাময়ী, মাধুর্য্যময়ী গৃহলক্ষ্মী।

রায় বাহাদুর আশু চৌধুরী তার একমাত্র পুত্র অপূর্ব্বকে কৈশোরে গৌরী সাবিত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সাবিত্রী তখন ন'বছরের ছোট্ট মেয়েটি।

কল্যাণী বধূ যে-দিন তার সমস্ত গুণ-সম্পদের ডালি নিয়ে প্রথম শ্বশুরালয়ে এলো, তখন দেখ্‌লো মন্দির শূন্য—দেবতা নাই।

দুঃখের দিনেও মানুষ সম্বল পায়। মোহন এলো সংসারে দয়ার পাত্র হিসাবে। শিক্ষিত যুবক—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দু'মুঠো অন্নের জন্য আশুবাবুর দ্বারস্থ হ'ল। দয়া ক'রে তিনি মোহনকে কন্যা রেবার

লেখা-পড়া দেখার ভার দিলেন। মনিবের দুঃখের দিনে সেই হ'ল সংসারের সকলের একমাত্র সম্বল।

দিন যায়... ...

শেষে মোহনই অপূর্ব্বর খবর নিয়ে আসে: সে জীবিত, কিন্তু চরিত্রহীন—ফিল্ম অভিনেত্রী ডলি রায়ের প্রেমান্ধ হ'য়ে তার বাড়ীতে আছে।

ডলি রায় ফেলারাম চাকীর প্রযোজনায় এবং মিঃ বলের পরিচালনায় যে ছবিতে কাজ ক'রছেন তার নাম হচ্ছে 'রোমিও-রামী'—মানে, রোমিও-জুলিয়েটের রোমিও ও চণ্ডীদাসের রামী। ছবিখানির ভবিষ্যৎ যে খুব আশাপ্রদ তা' মনে হয় না, কারণ, ছবির প্রযোজক হ'লেন পাগলা রাজা, পরিচালক হ'লেন প্রেমিক পাপিয়া এবং সেক্রেট্টারী হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্।

ছলনাময়ী ডলির কামনার উপচার জোগাতে অপূর্ব্বর নিজস্ব সম্পদ ফুরিয়ে আসে। ডলির অংশীদার নাগেশ্বর নাগের অভাবও অনেক। দু'জনেরই অর্থের লক্ষ্যস্থল একই – অপূর্ব্ব! কিন্তু টাকা কোথায়? নাগ অপূর্ব্বকে পিতার ধন-ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মত্ত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অপূর্ব্ব চোরের মত সাবিত্রীর ঘরে প্রবেশ কোরে চুরিতে সহায়তা করার জন্য তাকে আদেশ করে। সাবিত্রী তার প্রথম স্বামী দর্শনের নির্ম্মম নিয়তির কথা ভেবে ম্রিয়মান হয়।

সাবিত্রী-অপূর্ব্বর বাদানুবাদের শব্দে আশুবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। মদমত্ত অপূর্ব্ব পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে—পিতা-মাতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে চ'লে আসে।

মোহন অপূর্ব্বকে ফিরিয়ে আন্‌তে বদ্ধপরিকর হয়। সাবিত্রী এসে মোহনের সঙ্গী হবার আবেদন জানায় এবং সতী বেহুলার মত শ্বশুরের আদেশ পেয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আন্‌তে যায়।

ডলির বাড়ীতে মোহন চাক্‌রী নেয়—ভৃত্য বেশে: অপূর্ব্বর সঙ্গী হ'য়ে দাঁড়ায় মোসাহেব রূপে। আর মোহনের সাহায্যে সাবিত্রী পশ্চিমা

স্ত্রীলোকের বেশে আসে দুধের ব্যবসা ক'রতে—তার স্বামীর রক্ষিতার গৃহে। অপূর্ব্ব চিন্‌তে পারে না। রাতের অন্ধকারে নেশার-ঘোরে-দেখা স্ত্রী সাবিত্রী গোয়ালিনী বুলুর পরিচয়ে পরিচিতা হয়।

অপূর্ব্বর বেশ লাগে এই লাবণ্যময়ী বুলু গয়লানীকে। ডলির একঘেঁয়ে প্রেমের অভিনয়ের ফাঁকে বুলুর সাহচর্য্য বেশ লাগে!

একদিন ষ্টুডিওতে রোমিও-রামীর শ্যুটিং-এর কাজ অসময়ে বন্ধ হওয়াতে ডলি ফিরে দেখ্‌লো বুলুর সঙ্গে অপূর্ব্ব আলাপ কচ্ছে। নিষ্ঠুর ভাষায় গালি দিয়ে ডলি বুলুকে তাড়িয়ে দেয়। কল্যাণী কুলবধূ রূপবিলাসিনীর কাছে ব্যভিচারের দুর্নাম পায়! নিয়তি!!

ডলির আচরণে অপূর্ব্ব মর্ম্মাহত হয়।

সুযোগ বুঝে মোহন ডলি ও নাগের ষড়যন্ত্রের কথা অপূর্ব্বর কাছে প্রকাশ ক'রে দেয় এবং তখনি অপূর্ব্বকে তা' স্বচক্ষে দেখিয়ে দেয়।

মোহান্ধ অপূর্ব্বর মোহ ভঙ্গ হয়। ডলি ও নাগকে তিরস্কার ক'রে তাদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে চ'লে যায় সে।

কিন্তু কোথায় যাবে?···সে যে আজ গৃহহীন!!

নাগ ডলির কাছে তার অংশের টাকা চায়। ডলি টাকা দিতে রাজী হয় না। কথা কাটা-কাটি শেষ পর্য্যন্ত হাতাহাতিতে গড়ায়। অপমানিত নাগ প্রতিশোধ নেবে ব'লে ডলিকে শাসিয়ে যায়।

ভৃত্য মোহনের কাজ আজ শেষ হ'য়েছে। কিন্তু 'মানুষ মোহন' জেগে উঠলো: ডলির ব্যথায় সে ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো এবং তাকে আলোর পথের সন্ধান দিলো।

অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী হবে ?

কিন্তু বুলু গয়লানী বাধা দিলো। জয় হ'ল বাংলার কুলবধূর। সাবিত্রীর সহায়ে অপূর্ব্ব আবার ফিরে পেল মা-বাপের স্নেহ-ভালবাসা—তাদের সুখের আশ্রয়।

কিন্তু বিধাতা হাসলেন!

অপূর্ব্ব অভিযুক্ত হ'ল ডলির হত্যাপরাধে।

বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়-হয় এমন সময় প্রকাশ্য আদালতে আবার এলো সাবিত্রী: ডলির হত্যাপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিতে।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মোহনের চাতুরী এবং সাহায্যে আশুবাবুর সংসারে আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে।

——::——

[এক]

নব অনুরাগে সেজেছ শোভনা সুন্দরী
ওঠো ওঠো তব হৃদয় জয়ের রথে
প্রণয় পদ্ম উঠুক স্বপনে মঞ্জরী।
তব চক্ষে হানিয়া পুষ্পবাণ
বিঁধিও প্রিয়ের যেখানে প্রাণ
তব যৌবন বনে চম্পা ফুটিলে
ভ্রমরও উঠিবে গুঞ্জরী॥
তব কণ্ঠে জাগায়ে গীতি
তারে জানায়ো প্রেম ও প্রীতি
তারে বসায়ো যতনে হৃদয় আসনে
(যেথা) মনের বনের বীথি।
তার চরণে রাখিয়া এ দেহ মন
তুমি মগন রহিয়ো সারা জীবন
তব অঞ্চল দিয়ে বাঁধিয়ো বঁধুর
উতলা রঙিন উত্তরী॥

[দুই]

নয়নে আমার অশ্রু এনেছ ব'লে
ভেবোনা তোমারে আমার হৃদয় ভোলে।
কাঁদায়েছ মোরে কেঁদেছি
কত না দুঃখ সেধেছি
ছিল অভিমান ধূপের সমান
তাও তো গিয়েছে জ্বলে॥
জানি একদিন পাষাণ গলিবে
নামিবে নিঝর ধারা
রাতের আকাশে আবার জাগিবে
আমার ভাগ্য তারা।
আমি সেই আশা নিয়ে জাগিব
তোমারই বিরহ সাধিব
প্রেম পূজারিণী ভোলে না যে পূজা
দেবতা নিঠুর হলে॥

[তিন]

রামী আমি তুমি রোমিও
ভালবাসা মোর লাগি জোমিয়ো।
দেখা হয় আজি যদি লেকে
বাঁকা পথ যেথা গেছে বেঁকে
মোর হাতে হাতখানি রাখিয়া
প্রজাপতি হয়ে তুমি জমিয়ো॥
হাতে এনো এক ঠোঙ্গা চানাচুর
কপালে না দিয়ে টিপ ঠোঁটেতে দিও
সে রাঙ্গা সিন্দুর
পয়সা লাগে না প্রেম জমাতে
ডালভাত খাওয়া শুধু কোমিও॥

[চার]

তোহে আন্ মিলেঙ্গে মুরারী,
কেঁও চুন্‌চত্, হ্যায় দিন রয়েন সখী।
মথুরামে নাঁই গোকুল বামে নাঁহি নাঁহি
কদম কি ডারি
যমুনাতটইয়া বংশীবট পর, নাঁহি সজন বা
প্যারী।

ধীর ধরো হে সুন্দর সজনী,
কুঞ্জা হ্যায় দিন চারি
মন মন্দির-মেঁ সদা মিলেঙ্গে তেরে
প্রেম পূজারী।
মেঁ বীরহন্ জ্বল্ জ্বল্ মরুঁ,
বুঝে না দিল কি প্যায়াস।
পঙ্খ মিলেতো উড় চলুঁ পহুছুঁ পিয়াকে পাস

[পাঁচ]

(আহা) বসন কাচিয়া যাচিয়া যাচিয়া
পিরীতি করিনু আমি
(আহা) রোমিও আমার রসিক নাগর
আমি যে মর্ডান রামী।
বিরহ হোলো যে ভার
রোমিও কোথা আমার
বিচ্ছেদ বাণে মরি মরি শোকে
এ জ্বালা সহেনা আর।
এসো এসো ওগো রোমিও আমার পরাণ প্রিয়
এসো এসো রোমিও আমার॥
(রামী) আমি এসেছি, আমি এসেছি,
আমি এসেছি,
তোমারি স্বপনে ভেসেছি ভেসেছি-ভেসেছি—
বুকে লয়ে বহু আশা, মুখে নিয়ে মৃদু ভাষা
তোমারে যে ভাল বেসেছি
আমি এসেছি এসেছি এসেছি।
—বিরহ ঘোচালে মোর, এসোগো হৃদয় চোর
সকল বেদনা ভুলালে তুমি যে, দুঃখ নিশি
হ'ল ভোর।

[ছয়]

আজি এলরে নতুন চাঁদের নতুন তিথি।
আকাশে রং লেগেছে বাতাসে দোল লেগেছে
ফুলে আজ স্বপন ভরা মনের বীথি।
মায়া-মৃগ পড়্লে ধরা—"তাই তো"
আঁখিতে আঁখির মিলন—"পাইতো"
চকোরী আজ বুঝেছে
চাঁদের প্রেমের সে কোন রীতি॥
গলে কার বরণ মালা মানায় ভালো
"জানে তা, জানে প্রেমিক"
যে ভ্রমর ফুল চেনে না—
যে রসিক মন জানে না
বলি তারে বলি গো ধিক্।
হৃদয়ের ধুপ জ্বলেছে—"তা জানি"
রবে না গন্ধ গোপন—"তা মানি"
লুকিয়ে কাজ কি বলো অবুঝ মনের
গোপন প্রীতি।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীবিধভূষণ বন্দোঃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
শ্রীবিরেশ্বর মুখার্জি কর্ত্তৃক ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, নববিধান প্রেস হইতে মুদ্রিত।